রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১৯, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সিএ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ ফাল্গুন ১৪২৫ ব:/০৪ মার্চ ২০১৯খ্রি:

বাংলাদেশী এয়ার অপারেটর-এর অনুকূলে আন্তর্জাতিক রুটে মনোনয়ন প্রদান, ট্রাফিক অধিকার বন্টন ও ফ্রিকোয়েন্সী বরাদ্দের নীতিমালা-২০১৯

ভূমিকা: বাংলাদেশ হইতে আন্তর্জাতিক রুটে শিডিউল ফ্লাইট পরিচালনার জন্য বাংলাদেশী এয়ার অপারেটরগণের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদান, ট্রাফিক অধিকার বন্টন ও ফ্রিকোয়েন্সী বরাদ্দের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে আন্তর্জাতিক রুটে মনোনয়ন, রুট এবং রুটের ফ্রিকোয়েন্সী নির্ধারিত/ সীমাবদ্ধ থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশী এয়ার অপারেটরগণের আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বর্তমান বাণিজ্যিক সফলতার আলোকে নিয়মিতভাবে ফ্লাইট পরিচালনায় তাহাদের সক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সমূহ বিবেচনায় লইয়া তাহাদের অনুকূলে আন্তর্জাতিক রুটে মনোনয়ন প্রদান, ট্রাফিক অধিকার বন্টন এবং ফ্রিকোয়েন্সীসমূহ এমনভাবে বরাদ্দ করা হয় যেন তাহার দক্ষ, সর্বোচ্চ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের অনুসরণের জন্য সরকার কর্তৃক একটি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:**

এই নীতিমালা **"বাংলাদেশী এয়ার অপারেটর-এর অনুকূলে আন্তর্জাতিক রুটে মনোনয়ন প্রদান, ট্রাফিক অধিকার বন্টন ও ফ্রিকোয়েন্সী বরাদ্দের নীতিমালা-২০১৯"** নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা:**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়—

(ক) **"এয়ার অপারেটর"** অর্থ এমন কোন ব্যক্তি বা সংস্থা যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা বিধিমোতাবেক লিজের মাধ্যমে বা লিজ গ্রহণ করিয়া বা অন্য কোন ব্যবস্থাধীনে বাণিজ্যিক এয়ারক্র্যাফট পরিবহন ও পরিচালনার সহিত সম্পৃক্ত;

(খ) **"এয়ার অপারেটর'স সার্টিফিকেট (এওসি)"** অর্থ এয়ার অপারেটর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশী এয়ার অপারেটের অনুকূলে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ;

(গ) **"এয়ারক্র্যাফট"** অর্থ কোন যন্ত্র যাহা বাতাসের প্রতিঘাত (ভূ-পৃষ্ঠের বিপরীতে নহে) দ্বারা বায়ুমন্ডলে ভর করিয়া ভাসিতে পারে যাহা আকাশপথে যাত্রী অথবা পণ্য অথবা যাত্রীসহ পণ্য পরিবহণে সক্ষম;

(ঘ) **"নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতি"** বলিতে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এএনও, সার্কুলার অথবা অন্য যেকোন মাধ্যমে সময়ে সময়ে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিকে বুঝাইবে;

(ঙ) **"দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি"** অর্থ বাংলাদেশ ও অন্য কোন দেশের মধ্যে বিমান পরিবহন সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত চুক্তি;

(চ) **"বিমান পরিবহন সেবা"** অর্থ আকাশপথে যাত্রী, পণ্য, ডাক ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোন সেবা; এবং

(ছ) **"মন্ত্রণালয়"** অর্থ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

৩। **মনোনয়ন, রুট ও ফ্রিকোয়েন্সীর প্রাপ্যতা:**

বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকে বর্ণিত শর্ত ও প্রাপ্যতা অনুসারে বাংলাদেশী এয়ার অপারেটরগণের অনুকূলে আন্তর্জাতিক শিডিউল ফ্লাইট পরিচালনার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক রুটে মনোনয়ন প্রদান, ট্রাফিক অধিকার বন্টন ও ফ্রিকোয়েন্সীর প্রাপ্যতা নির্ধারিত হইবে।

৪। **নির্বাচিত হইবার শর্ত:**

আন্তর্জাতিক শিডিউল ফ্লাইট পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক রুটে মনোনয়ন, ট্রাফিক অধিকার ও ফ্রিকোয়েন্সী প্রাপ্তির নিমিত্তে বাংলাদেশী এয়ার অপারেটরগণকে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করিতে হইবে:

(ক) বিমান সংস্থাটিকে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত হালনাগাদ এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেটধারী (এওসি-হোল্ডার) হইতে হইবে।

(খ) এওসি প্রাপ্তির পর সাফল্যের সাথে ন্যূনতম ০১ (এক) বছর অভ্যন্তরীণ রুটে শিডিউল ফ্লাইট পরিচালনার অভিজ্ঞতাসহ আন্তর্জতিক রুটে মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতি প্রতিপালন করিতে হইবে।

(গ) প্রত্যাশী এয়ার অপারেটরের বহরে বাংলাদেশে নিবন্ধিত যাত্রীবাহী ফ্লাইটের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ০২ (দুই) টি এয়ারক্র্যাফট এবং কার্গো ফ্লাইটের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ (এক) টি এয়ারক্র্যাফট থাকিতে হইবে।

(ঘ) ৩০ (ত্রিশ) বা ততোধিক সীটের এয়ারক্র্যাফট দ্বারা আন্তর্জাতিক রুটে যাত্রীবাহী ফ্লাইট পরিচালনা করিতে হইবে।

৫। **মনোনয়ন প্রদান পদ্ধতি:**

(ক) অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত শর্তাদির আলোকে যোগ্যতাসম্পন্ন এয়ার অপারেটরকে আন্তর্জাতিক রুটে মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে।

(খ) বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ 'এয়ার অপারেটর' হিসেবে মনোনয়ন প্রাপ্তির সকল শর্তাদি পূরণ হইয়াছে কিনা -তাহা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করিবে।

(গ) মনোনয়ন প্রাপ্তির শর্তাদি যথাযথভাবে পূরণ করা হইলে আনুষ্ঠানিকভাবে এয়ার অপারেটরের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধ কূটনৈতিক মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের এরোনটিক্যাল অথরিটির নিকট প্রেরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন অগ্রায়ন করিবে।

(ঘ) মন্ত্রণালয় দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মনোনয়নের অনুরোধ বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের এরোনটিক্যাল অথরিটি বরাবর প্রেরণ করিবে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট দেশ কর্তৃক মনোনয়ন গ্রহণের পর পরবর্তী কার্যক্রম বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সম্পন্ন করিবে।

৬। **রুট ও ফ্রিকোয়েন্সী বরাদ্দ এবং ব্যবহার:**

(ক) প্রতি বছর শীতকালীন শিডিউল ও তৎপরবর্তী গ্রীষ্মকালীন শিডিউলে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশী শিডিউল এয়ার অপারেটরগণ প্রতি বছর এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের অপারেশন পরিকল্পনা ও চাহিদা বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফরমে/ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে। দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পরীক্ষা-নীরিক্ষান্তে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ তাদের মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবে।

(খ) প্রতিবছর মে মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আবেদনকারী এয়ার অপারেটর এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে পেশকৃত অপারেশন পরিকল্পনা/ চাহিদা পর্যালোচনা করিয়া পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য অর্থাৎ অক্টোবর হইতে শুরু হওয়া শীতকালীন ও পরবর্তী মার্চ মাস হইতে শুরু হওয়া গ্রীষ্মকালীন শিডিউলের জন্য রুট, ফ্রিকোয়েন্সী ও ট্রাফিক অধিকার বরাদ্দ প্রদান করা হইবে।

(গ) বরাদ্দকৃত ফ্রিকোয়েন্সী ও ট্রাফিকের অধিকার ধারাবাহিকভাবে পরপর ০২ (দুই) টি শিডিউল সময়কালের (শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন) মধ্যে ব্যবহার করিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত ট্রাফিক এবং ট্রাফিক অধিকার ব্যবহারে অসমর্থ হইলে তাহা মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে কারণসহ অবহিত করিতে হইবে।

(ঘ) কোনো যৌক্তিক কারণ ব্যতীত বাংলাদেশী কোন এয়ার অপারেটরের অনুকূলে নির্দিষ্ট রুটে বরাদ্দকৃত ট্রাফিক অধিকার ও ফ্রিকোয়েন্সী ৫০% এর চেয়ে কম ব্যবহৃত হইলে, তাহা হ্রাস করা অথবা তাহা ব্যবহারের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ও আগ্রহী অন্য বাংলাদেশী এয়ার অপারেটর-এর অনুকূলে বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

(ঙ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়া কোন এয়ার অপারেটর বরাদ্দকৃত ফ্রিকোয়েন্সী সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারে ব্যর্থ হইলে বরাদ্দ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এইক্ষেত্রে বাতিলকৃত ট্রাফিক অধিকার অন্য যোগ্যতাসম্পন্ন এয়ারলাইন্সের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

(চ) যোগ্যতাসম্পন্ন এয়ারলাইন্সগুলির সর্বমোট চাহিদা নির্দিষ্ট রুটের জন্য নির্ধারিত ট্রাফিক অধিকার ও ফ্রিকোয়েন্সী অপেক্ষা বেশী হইলে, চাহিদাকৃত ট্রাফিক অধিকার ও ফ্রিকোয়েন্সী বরাদ্দের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের অনুকূলে পূর্বে বরাদ্দকৃত ট্রাফিক অধিকার ও ফ্রিকোয়েন্সী সাফল্যজনকভাবে ব্যবহারের বিষয়টি অথবা অব্যবহৃত থাকা ফ্রিকোয়েন্সীর বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে, নির্দিষ্ট সেক্টরে বরাদ্দকৃত ফ্রিকোয়েন্সী ব্যবহারের বিষয়টি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ তদারকি করিবে।

(ছ) যেইক্ষেত্রে ক্যাপাসিটি ও ফ্রিকোয়েন্সীর উপর দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি মোতাবেক কোনরূপ বাধ্যবাধকতা/ সীমাবদ্ধতা রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে অব্যবহৃত ট্রাফিক অধিকার ও ফ্রিকোয়েন্সী যোগ্যতাসম্পন্ন এয়ার অপারেটরের অনুকূলে আনুপাতিক হারে তাদের পূর্ববর্তী শিডিউল সময়কালের ক্যাপাসিটি ও অপারেশনাল সামর্থের ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হইবে। ইহা ছাড়াও, ট্রাফিক অধিকার ও ফ্রিকোয়েন্সী বরাদ্দের ক্ষেত্রে ফ্লাইট পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট এয়ার অপারেটরের নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও ফ্লাইট সেফটি প্রতিপালনের রেকর্ড এবং নিজস্ব বহরে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এয়ারক্র্যাফটের সংখ্যা, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পাওনা যথাসময়ে পরিশোধের রেকর্ড বিবেচনা করা হইবে।

(জ) মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে মে মাস ছাড়াও বছরের যেকোন সময়ে যৌক্তিক কারণে রুট, ফ্রিকোয়েন্সী ও ট্রাফিকের অধিকার বরাদ্দ/ পুনঃ বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(ঝ) ফ্রিকোয়েন্সী এবং রুট বরাদ্দ/পুনঃ বরাদ্দ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দেশের এরোনটিক্যাল অথরিটিকে অবহিত করিবে।

৭। **বিবেচনামূলক ক্ষমতা:**

এই নীতিমালার পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদসমূহে যাহাই থাকুক না কেন, কোন এয়ারলাইন্সের প্রস্তুতি, অপারেশনের সম্ভাব্যতা, বেসামরিক বিমান চলাচলের উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় যেকোন প্রয়োজনে অথবা অন্যান্য কারণে মন্ত্রণালয় যে কোন সময়ে যে কোন এয়ার অপারেটরের মনোনয়ন, ট্রাফিক অধিকার, রুট ও ফ্রিকোয়েন্সী মঞ্জুর, হ্রাস, বৃদ্ধি, বাতিল অথবা প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত:**

এই নীতিমালা দ্বারা এই সম্পর্কে ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল কিছুই রহিত করা হইলো। তবে এইরূপ রহিত করণ সত্তেও পূর্ববর্তী নীতিমালা/ আদেশ/ পরিপত্র/ কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের আওতায় বরাদ্দকৃত রুট, ট্রাফিক অধিকার ও ফ্রিকোয়েন্সী ইত্যাদি অত্র নীতিমালার আওতায় বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **কার্যকারিতা:**

এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং বাংলাদেশী এয়ার অপারেটরগণের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদান,ও বিভিন্ন দেশের সংগে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তির আওতায় ট্রাফিক অধিকার বন্টন, রুট ও ফ্রিকোয়েন্সী বরাদ্দের ক্ষেত্রে ইহা অনুসৃত হইবে।

মোঃ মহিবুল হক

সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd